আর বেশী কাঁদালে উড়াল দেব আকাশে

বদর উদ্দিন মো: সাবেরী

।।এক।।

আর কত এভাবে আমাকে কাঁদাবে
আর বেশী কাঁদালে উড়াল দেব আকাশে।
----একটি কর্ণসুখী গান

মগজ. জনগণ ও আকাশ

গ্রীক একটি প্রবাদ আছে, যারা তার্কিক বা তর্ক করেন, তাদের মগজ থাকে জিহ্বাায়, আর যারা নাচেন, তাদের মগজ থাকে পায়ে, আমার এক রসিক বন্ধু প্রশ্ন রেখেছিলেন যারা নিয়মিত লেফট রাইট করেন তাদের মগজ কোথায় থাকে। ঠিক তেমনই যারা বক্তৃতা বাজি ও গলাবাজি করেন তাদের মগজ কোথায় থাকে। যদি আরেকটু বেরসিক কেউ হন তবে জিজ্ঞাসা করবেন, যারা লাঠি-লগি ইত্যাদি সনাতনি ও মান্ধাতার অস্ত্র সহযোগে প্রকাশ্য দিবালোকে সৃষ্টির সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্য পদবাচ্য কাউকে আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে দেখি, যাদের নির্দেশে এ বেইনসাফি কর্মকান্ড তাদের মগজ কোথায় থাকে বা তাদের মগজ আদতেই আছে কিনা। অর্থাৎ মগজ নিয়ে গ্রীক প্রবাদ মজার হলেও দেখা যাচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফের জন্য মগজের যথার্থ ব্যবহার ও এর ফলিত প্রয়োগ প্রয়োজন। প্রাণীকূলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেব আমাদের মগজের পরিমাণ বেশী ও এর ব্যবহারও সর্বাধিক,গবেষণায় প্রমাণিত প্রাণীকূলে মানুষের পরেই বানরের মগজের পরিমাণ বেশী ও এর প্রয়োগ ও বেশী। তবুও বানর ও মানুষ এ দু প্রাণীর মধ্যে ব্যবধান রচিত করতে পারি আমরা এ বলে মানুষ সভ্যতা গড়ে এ বসুন্ধরাকে করেছে বসবাসের উপযোগী,আর বানর এ প্রকৃতিতে আমাদের সহযোগী এক ধরনের প্রতিবেশী বা বাসিন্দা বললে বোধ করি বাড়িয়ে বলা হবেনা। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক কারনে অনান্য প্রাণীকূলের ন্যায় বানরের সাথেও আমাদের এক ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজন রয়েছে, যেমনটি রয়েছে অন্যান্য প্রাণীকূলের ক্ষেত্রেও। তবে কথা হচ্ছে প্রকৃতিতে সহাবস্থানের কারনে এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষ হিসেবে যেহেতু আমরা এগিয়ে রয়েছি অনেকখানি অতএব আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এ পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি ধূলিকণা আমাদের বসবাসের উপযোগী করা। রাজনীতি, সমাজতনীতি, অর্থনীতি, পরিবেশ সর্বোপরি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার মাধ্যমে আমাদের উচিত পরবর্তী প্রজন্মকে একটি প্রগতিশীল ও আধুনিক সমাজব্যবস্থার জন্য বসবাসের উপযোগী করণ। এ জন্য প্রয়োজন শুধু আমাদের মস্তিস্কের সুষ্ঠ ব্যবহার ও সুস্থ ও সচ্ছ চিন্তাধারার মাধ্যমে মগজের এ শতাব্দীর উপযোগী ও আধুনিকি করণ। রাজনীতি থাকবেই, রাজনীতি থাকলে এর বিপরীতে শত্রু ও মিত্র চিহ্নিত করণ ও পারস্পরিক বিপরীতমুখী অবস্থানও থাকবে। ঠিক পারস্পরিক বিরোধী অবস্থানের জন্য**ই,** বাশ দিয়ে কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেলা কতটা রাজনীতি ও গনতনত্র তা খুজতে আমাদের নতুন করে রাজনীতির অভিধান রচনা করতে হবে। ঠিক তেমন ভাবে আমরা মানিনা,মানিনা একের পর এক মানিনা মানিনা ঘোষণায় আমরা আমাদের

কঠিন বিপদ ডেকে আনি একে একে। ফলাফল জলপাই রং এর গাড়ি ঘোড়া রাজপথে, শিশু গনতন্ত্র হত্যা ও এর অন্তিম দশা ও জানাজার আয়োজন হচ্ছে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এর দায় নিবে কে? ক্ষমতায় আমরা থাকলেই গনতন্ত্র আমাদের সাথে যারা আসবেন তারাই মুক্তির দিশারী এ হেন একঘেয়েমী ও স্বৈরাচারী মন্তব্য আমাদের মস্তিস্কহীনতার পরিচয়ই বহন করে। মস্তিস্কের এ হেন অপব্যবহারের কারনেই আজ আমাদের রাজপথে কোনও হানাদার বাহিনীর নয় আমাদের নিজস্ব জলপাই সাজোয়া, আমরা এ লজ্জা আজ রাখি কোথায়। জনগণ জানতে চায় এ জন্য যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাওয়াই সিংহাসন ও খোয়াব থাকলেও জনগনতো আর হাওয়ায় ভাসতে পারেনা, জনগণের আর দাড়ানোর জায়গা নেই, জনগনের যাবার জায়গা বোধ করি একটাই আছে জনগণ তাদের মুক্তির পথ নিজেরাই করে নিয়ে আকাশে উড়াল দিয়ে বসবাসযোগ্য এক নতুন বাসভুমি সৃষ্টি করে নতুন এক দ্রষ্টান্ত সৃষ্টি করে নিবে। নিয়ত জালা যন্ত্রনায় অসহায় ক্রন্দনে জনগণ আসমানদারিত্বের সাথে আসমানের ভাগ বসাতে চাইবে, যা হবে বোধ করি এক নতুন দৃষ্টান্ত তবুও জনগণ জলপাই রং দেখতে চায়না তাদের নিত্য জীবনে।

।।দুই।।

এ বুকের যন্ত্রণা বেশী সইতে পারিনা
আর বেশী কাদালে উড়াল দিব আকাশে।
------একটি গান

পিতা,গণতন্ত্র ও শিশু গণতন্ত্র

যদি ধরা যায় তর্কের খাতিরেই এ দেশে গনতন্ত্র ও এর সুচনা হয়েছিলো পিতার হাত ধরে, তবে বলতে হবে সেই তিন বৎসরই দেশে গনতন্ত্রের দুধের নহর বইয়ে গিয়েছিলো, যদিও পিতা ও তার পুত্ররা মিলে সব দল বিলুপ্ত ঘোষণা করে একটি দল গঠন করেছিলেন, তবুও গণতন্ত্র ছিলো, এ যদি আমাদের রাজনীতি হয়,তবে বলতে হবে লাঠি দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষ মারাও সঠিক ছিলো। কেননা দল বলতে যেহেতু একক দলের অস্তিত্ব অন্যান্য মতামত ও দ্বিমত নিষিদ্ধ ঠিক তেমনই বিরুদ্ধ মতবাদের কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতি ও অসহনীয়, তাই লাঠি পেটা করে মারাটা এ ক্ষেত্রে যুক্তিযোগ্য। অবস্থাটা ও চিন্তাধারাটা ঠিক আদিম যুগের মত, শারীরিক ভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিটির দখলে যেমনভাবে জায়গা, সম্পদ ও দাস দাসী থাকতো। এ যুগে দাস হিসেবে গণ্য হচ্ছেন আপামর জনগণ। আর তা না হলে তাদের মতামতের সুবিধা ও অসুবিধার কোনও তোয়াক্কা না করেই একের পর এক তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারনে আজ আম জনতার নাভি:শ্বাস। ফলাফল আরেক পক্ষের জলপাই রং এর চোখ রাঙ্গানো বারে বার, অতপর মঞ্চে জলপাই রঙিলাদের প্রবেশ শিশু গণতন্ত্রের অনাকাংখিত পরিসমাপ্তির অশনি সংকেতই প্রদান করে। ভুক্তভোগী বরাবরের মত এবারও জনগণ, জনগণের বুকে এত যন্ত্রনা সইবে কিনা আমাদের নীতি নির্ধারকরা তা ভেবে দেখেন না, আকাশে উড়াল তারাই দিবেন, না আপামর জনতা উড়াল দিয়ে দুপক্ষের নীতি নির্ধারকদের বুঝিয়ে দিবেন যে, না জনগণ তাদের নিজেদের যন্ত্রনা নিজেরাই মেটাতে পারেন, তবুও আমরা তৃতীয় কোনও অশুভ শক্তি চাইনা। ১৯৯১ থেকে ২০০১ না হলেও শিশু আকারে ক্রমবর্ধমান

গনতন্ত্রের কিছুটা হলেও আমরা বেড়ে উঠা দেখতে পাই, দুপক্ষের শত সহস্র লুটপাটের মধ্যেও। জনগণের মতামত ও ভোটের বাস্তব প্রয়োগ আমরা মানতে পারিনা কেউ, আমরা শুধু গ্যারান্টি চাই, ক্ষমতায় আসার, যেনতেন প্রকারেই। এ ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও রাজনৈতিক সতীত্বের জলান্জলি দিয়ে দুপক্ষই নপুংসক, লম্পট, বিশ্ববেহায়াকে টানাটানি করি, বিবেকে বাধেনা আমাদের এতটুকু। লজ্জা রাখার জন্য দেশটা ছোট হলেও আসমানের আসমানদারিতে ভাগ বসাতে পারেন আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা। তাদের লজ্জার এতে কমতি না হলেও জনগণ লজ্জিত প্রচন্ড আর তাই জনগনও চায়না এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে তথাকথিত তৃতীয় শক্তির মাধ্যমে জলপাই রং এর আগমন ঘটে ছোট্র দেশের আসমান সমান হৃদয়ে।

কথা হচ্ছিল মগজ ও রাজনীতিবিদদের মাঝে এর ব্যবহার নিয়ে। তবে প্রশ্ন একটা থেকেই যায়, জনগনের মগজ ও এর ব্যবহার নিয়ে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় সম্মিলিত জনগনের সম্মিলিত মগজ ও এর ব্যবহার যে কোনও অপশক্তি রোখা ও প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ঠ। যা জনগণ প্রমান করেছে বারে বার, ৫২,৬৯,৭১,৯০ এর উত্তাল দিনের স্বাক্ষী যেমন আগের প্রজন্ম তেমনই বর্তমান প্রজন্ম ও স্বাক্ষী ৯০ এর উম্মাতাল দিনের। আজকের বেড়ে উঠা প্রতিটি তরুণই ১৯৯০ এর আন্দোলনের অন্তত মুষ্ঠিবদ্ধ করা তরুন। এ প্রজন্মের তরুনরা যেমন পারেনি জলপাই ওয়ালা বিশ্ববেহায়াকে ক্ষমা করতে, তেমনই পারবেনা আসন্ন কোনও জলপাই ওয়ালাকেও মেনে নিতে। প্রতিরোধ জনতা করবেই আকাশে নয় মানবজমিনে দাঁড়িয়েই।

বদর উদ্দিন মোহাম্মদ সাবেরী, এ্যডেলেইড, ১৫/১২/২০০৬